LABAN DAITTA BADHA
NATAKA

BY

KISHORI MOHAN MAITRA.

লবণ দৈত্য বধ
নাটক।

"সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং"

শ্রী কিশোরীমোহন মৈত্রেয় কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

শ্রী রাধিকামোহন সাহা কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

শ্রীমতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গুপ্তপ্রেশ;

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট;—কলিকাতা।

সন ১২৮৮ সাল। ইং ১৮৮১।

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকামোহন সাহার

কর-কমলে

এই নাটকখানি

পণ্যোপহার স্বরূপ

করিলাম।

শ্রীকিশোরীমোহন মৈত্রেয়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রাম ... ... অযোধ্যার রাজা।

লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন .. রামের ভ্রাতৃদ্বয়।

ভার্গব ও বাল্মিকি ... ... ঋষিদ্বয়।

শঙ্খানন্দ ... . বাল্মিকির শিষ্য।

শক্রসিংহ . .. সেনাপতি।

বীরভদ্র, ব্যোমকেশ . . সৈনিক পুরুষদ্বয়।

চিত্রসেন .. .. গন্ধর্ব্বরাজ।

লবণ ... .. এক জন দৈত্য।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, দেবগণ, দৌবারিক, মন্ত্রী, দূত, সারথী, ঘোষক, সৈন্যগণ, কারুকর।

কামিনীগণ।

সুমিত্রা ... ... লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নের মাতা।

শ্রুতকীর্ত্তি .. ... শত্রুঘ্নের স্ত্রী।

মালতী ও মাধবী ... শ্রুতকীর্ত্তির সখীদ্বয়।

উর্ব্বশী ... স্বর্বেশ্যা।

ইচ্ছাময়ী .. . সুমিত্রার পরিচারিকা।

লবণ দৈত্য বধ নাটক।

প্রস্তাবনা।

[নটের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ]

নট। (সভার চারিদিকে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) আহা ! আজ সভার কি অপূর্ব্ব শোভা হোয়েছে। সব ধনী, মানী, জ্ঞানী, নানাপ্রকার মহোদয়গণ এই সভাতে আসীন হ'য়ে সভার কি অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় শোভা সম্পাদন কচ্চ্যেন। বোধকরি নাটক শ্রবণেচ্ছু হইয়াই ইঁহারা সকলে সভাস্থ হোয়েছেন ; নতুবা কেন আমার প্রতি একাগ্রচিত্তে এবং নববারিধারা পাণেচ্ছু চাতকের ন্যায় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌বেন। আমারও অভীষ্ট সিদ্ধকরার এই একমাত্র সুযোগ। কিন্তু আমার আশা "বামন হ'য়ে চাঁদ ধরার" ন্যায়। আমি যে মহাত্মাগণের কামনা অচিরে সম্পূর্ণ-রূপে সিদ্ধ করিতে পারি তা বোধ হয় না।

নাহোক্ এক্ষণে প্রিয়াকে ডাকাযাক্। প্রেয়সীর সহিত পরামর্শ ক'রে একটী মনোজ্ঞ নাটক অভিনয় ক'রে যে যৎকিঞ্চিৎ মনস্তুষ্টি সাধন ক'ত্তে পারি তাই করাযাক্। (নেপথ্যের প্রতি দৃষ্টি করত) অয়ি প্রিয়ে! একবার গজেন্দ্রগমনে এসো দেখি।

[গাইতে গাইতে নটীর প্রবেশ।]

রাগিণী ইমন। তাল আড়াঠেকা।

নটী।

কেনহে প্রাণনাথ আমায় অসময়ে সম্বোধিলে।
পড়িলে বিপদে কিবা তাইতে দাসীরে ডাকিলে॥
সদা হে নাথ তোমা বিনে, জানিনা আর অন্যজনে,
বল কিবা প্রয়োজনে, আমায় হে নাথ সম্ভাষিলে।
পদ্মালয়া বিষ্ণুর যেমন, ইন্দ্রপ্রিয়া শচী তেমন,
আমিও নাথ তাদের মতন, তবপ্রিয়া মহীতলে॥

প্রাণনাথ আমায় কিজন্য ডাক্‌লে?

নট। এই সভাস্থ মহামহোপাধ্যায়েরা একটি গীত শু'ন্তে নিবিষ্টচিত্তে ব'সে আছেন। সেইজন্যই তোমাকে সভাস্থলে ডাক্‌লেম।

নটী। প্রাণবল্লভ! তুমিইতো এখানে ছিলে? তুমিইতো গীত শুনায়ে এ মহাত্মাগণের মনোরঞ্জন

ক'ত্তে পার! আমি প্রমোদবনে কুতূহলে ফুল তুলে তোমার জন্য মালা গাঁচ্ছিলাম। প্রাণনাথ! কিজন্য আমাকে তাথে'কে ডেকে আন্‌লে।

নট। প্রেয়সি! ললনাকণ্ঠ-নিস্থত স্বর যেমন সুমধুর হয়, আমাদের কণ্ঠ হ'তে সেরূপ হয় না ও সভাস্থ মহোদয়গণও তোমারই গীত শুন্‌তে প্রয়াসী হ'য়েছেন। সেইজন্যই তোমাকে ডে'কেছি। বিশেষতঃ তোমার সঙ্গে বিশেষ কোন পরামর্শ আছে।

নটী। সে কিসের পরামর্শ?

নট। তুমি আগে একটী সঙ্গীত ক'রে এই মহাত্মাগণের মনোরঞ্জন কর, তারপর তা আমি ব'ল্‌বো।

নটী। আচ্ছা, তবে কি গীত শুনাবো?

নট। তোমার যাতে অভিরুচি হয়।

নটী। কোন পরমার্থ সঙ্গীত হ'লে ক্যামন হয়?

নট। ক্যান, বেশ হবে, গাও।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়া।

নটী।

শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম হৃদে মন কর ধারণ।
সঙ্কটে নিস্তার পা'বে এড়াবে ভব বন্ধন॥

হাকৃষ্ণ কমলাকান্ত, রিপুবশে আছি ভ্রান্ত,
কুকর্ম্মে লিপ্ত নিতান্ত, রক্ষ শ্রীমধুসূদন ॥
আমি অতি দীনহীন, ভকতি পূজন হীন,
কেবল তব নামাধীন, আছিহে প্রভো নারায়ণ ॥

নট। বেশ হ'য়েছে। আর হবেই বা না ক্যান? একে তোমার বসন্ত কোকিলের ন্যায় স্বর, তাতে আবার এই সুমধুর পরমার্থ সঙ্গীত। সুতরাং সুশ্রাব্য হ'তেই হয়।

নটী। সে যাহোক; তোমার কি পরামর্শ আছে বল।

নট। প্রিয়ে! এখনও কি তা বুঝ্‌তে পার নাই; এই সভাস্থ মহোদয়গণ একটী নাটক শ্রবণেচ্ছু হ'য়ে বসে আছেন। কিন্তু কোন্ নাটক অভিনয় ক'ল্লে সুশ্রাব্য হবে তা বুঝ্‌তে না পে'রে তোমার সঙ্গে যুক্তি ক'রে কোন একটী ভাল নাটক অভিনয় করি। বলদেখি কোন নাটক আরম্ভ করি?

নটী। প্রাণনাথ! আমরা অবলাজাতি; আমরা ভাল মন্দ কিছুই উত্তমরূপে বুঝিনা। তোমার যেটী মনোজ্ঞ হয় তাই কর।

নট। প্রাণকান্তে! তবে মহামুনি বাল্মীকি রচিত "লবণ দৈত্য বধ" নাটকখানি অভিনয় ক'ল্লে ক্যামন হয়?

নটী। উত্তম্ হবে, উত্তম্ হবে, তবে চল সাজিগে।

নট। তবে চল। (উভয়ের প্রস্থান)

যবনিকাপতন।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যার রাজসভা।

[মন্ত্রীবেষ্টিত হইয়া রাম উচ্চ রত্নসিংহাসনে আসীন ও শত্রুঘ্ন পার্শ্বে দণ্ডায়মান।]

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। (প্রণাম পূর্ব্বক) প্রভো! মহর্ষি ভার্গব আপনাকে দর্শনাভিলাষে দ্বারে উপস্থিত আছেন, তাই আমি আপনার নিকট ব'ল্‌তে এলেম্, আপনার কি অভিলাষ বলুন;

রাম। ভাই! অবিলম্বে সেই মুনিবরকে এখানে আনয়ন কর।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা, তবে আমি তাঁকে আ'ন্‌তে চ'ল্লেম্ (প্রস্থান এবং ক্ষণকালানন্তর মুনির সহিত পুনঃপ্রবেশ)

রাম। (মহর্ষিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান ও আসন প্রদান পূর্ব্বক যোড় হস্তে) আপনাকে দর্শন ক'রে আ'জ্ আমি জীবন সার্থক ক'ল্লেম্। মুনিবর! কি নিমিত্ত এ অধীনের নিকট পদার্পণ করেছেন?

ভার্গব। মহারাজ! আমি এখন নানারূপ বিপদে প'ড়েছি, তাই এ বিপদ হ'তে মুক্ত হবার নিমিত্ত আপনার নিকট এ'লেম্। আপনি বিপদ-তারক; এ বিষম সঙ্কট হো'তে আপনি উদ্ধার না ক'ল্লে আর কে ক'র্‌বে?

রাম। প্রভো! আপনি ত্রিকালজ্ঞ; আপনার কি বিপদ সম্ভবে? তবে কি বিপদ হ'য়েছে শীঘ্র বলুন; আমি এখনই সে সঙ্কট হ'তে আপনাকে উদ্ধার ক'চ্ছি।

ভার্গব। ত্রিভুবন বিজয়ী পাপিষ্ঠ দশাননকে

বধ ক'রে অবশেষে এক তত্তুল্য দুরন্ত রাক্ষসকে জীবিত রেখেছেন। সেই পাতকী আমাদের তপস্যাদির অশেষ বিঘ্ন সম্পাদন ক'চ্ছে।

রাম। (উৎকণ্ঠিত চিত্তে) প্রভো! সে কে?

ভার্গব। সে রাবণ হ'তেও দুর্জ্জেয়; আপনি যদি তাকে বধ ক'ত্তে প্রতিজ্ঞা করেন; তবে বল্‌তে পারি নতুবা আর বলার প্রয়োজন কি?

রাম। যে আজ্ঞা; আমি প্রতিজ্ঞা কো'চ্ছি সে দুরন্ত নিশাচরকে বধ ক'রে পৃথিবীকে পাপ-ভার হ'তে মুক্ত করা যাবে; তার জন্য চিন্তা কি? আপনি সেই দানবের নাম ধাম বলুন।

ভার্গব। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুর মধু নামে মহাবীর এক পুত্র ছিল; সে মহাদেবের অতি ভক্ত ছিল। একদিন শূলপাণি তাহার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাকে এক বিশাল জাঠা দিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার ছে'লে "লবণ" সেই জাঠা পেয়ে আমাদের উপর বড়ই উপদ্রব কো'চ্ছে। তাকে আপনি বধ না ক'ল্লে আর আমরা বাঁচিনে।

রাম। ঋষে! সে দুষ্ট দানবের বাড়ী কোথায়?

ভার্গব। তার বাড়ী মথুরায়। সেবেটা রাবণের

বো'ন্ কুম্ভনসীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রেছে। সে যদি সেই জাঠা নিয়ে রণে আসে তবে এ ত্রৈলোক্যে তাকে কেউ জি'ন্তে পারে না।

রাম। তবে তাকে কেমন্ ক'রে বধকরা যায়?

ভার্গব। তার এক উপায় আছে। সেবেটা যখন ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে মৃগয়ায় যায় তখন তার জাঠাগাছ সে শিবমন্দিরে রে'খে যায়, সেই সময় জাঠাগাছ আটক ক'রে তার সহিত যুদ্ধ কত্তে পাল্লে তাকে অনায়াসে নিধন করা যায়; বিশেষতঃ সে তাহার জাঠা দিয়ে আপনার পূর্ব্বপুরুষ মান্ধাতাকে নিহত ক'রেছে। তাই বলি আপনার তাকে বধকরা নিতান্তপক্ষে শ্রেয়ঃ।

রাম। ভাই! তোমরা শু'ন্‌লেতো। সে লবণ দৈত্যকে মার্ত্তে পা'র্ব্বে?

শত্রুঘ্ন। (যোড় করে) প্রভো! আপনার দয়া থা'ক্‌লে কি না সিদ্ধ হয়? আপনি আজ্ঞা ক'ল্লে; আমি এখনই তাকে বধ ক'রে আ'স্‌তে পারি।

লক্ষ্মণ। না ভাই; তোমার যুদ্ধে যাওয়া কাজ নাই। তুমি বালক ও কখনো যুদ্ধ কর নাই কি-

জানি সে নিশাচর ক্যামন কো'রে যুদ্ধ করে তা বলা যায় না। এখনিতো শুন্‌লে যে সে এক জাঠা দিয়ে ত্রিভুবন জিনেছে। ভাই তোমার যুদ্ধে যাওয়া কাজ নাই।

শত্রুঘ্ন। না দাদা, আপনিতো অনেক দিন লঙ্কাতে যুদ্ধ ক'রেছেন। তবে এখন আমাকেই যে'তে আজ্ঞা করুন।

রাম। (হাস্যপূর্ব্বক) এই মহর্ষির নিকট সে দৈত্যের প্রবল প্রতাপ শু'নে তোমার মনে একটুও ভয় হ'লোনা?

শত্রুঘ্ন। প্রভো! আপনার প্রসাদে আমি কা'কেও ভয় করিনা। বিশেষতঃ আমরা ক্ষত্রিয়; আমাদের যুদ্ধে ভয় ক'ল্লে নরক যে'তে হয়। এই যে আমার বাহুদ্বয় দেক্‌চেন্, এ কি কেবল শরীর শোভনার্থ? না,আহারীয় বস্তু মুখে তুলিয়া দিবার জন্য? (ক্ষণনিস্তব্ধ)ইহা রাজ্য রক্ষার জন্য। তাতে যদি অপারগ হয়, তবে রে'খে ফল কি? (থামিয়া) আপনি আজ্ঞা করুন; এখনি এ দাস এই অসি দ্বারা তার মস্তক শতধা খণ্ডখণ্ড ক'র্‌তে প্রস্তুত আছে।

রাম। যদি তোমার নিতান্তই ইচ্ছা হ'য়ে থাকে তবে তোমাকেই সেই দেশের রাজা ক'ল্লেম, তাকে বধ ক'রে তুমিই সেই দেশ পালন করগে; আর এই বৈষ্ণবাস্ত্র ল'ও (প্রদান) এ দিয়ে সেই রাক্ষসাধমকে বধ ক'রো।

শত্রুঘ্ন। (গ্রহণপূর্ব্বক) তবে আমি চ'ল্লেম। (প্রস্থান)

ভার্গব। তবে আমি এখন বিদায় হই। (দণ্ডায়মান)

রাম। (দণ্ডায়মান হইয়া) যে আজ্ঞা, মধ্যে-মধ্যে যেন চরণ দর্শন পাই।

ভার্গব। তা হবে বই কি; আপনি বিষ্ণু অবতার; আপনার চরণই আমরা চিন্তা করি। তবে এখন আসি। (প্রস্থান)

যবনিকাপতন।

প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।—সুমিত্রার গৃহ।

[পরিচারিকাসহ সুমিত্রা উপবিষ্টা]

[শত্রুঘ্নের প্রবেশ]

শত্রুঘ্ন। (প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

সুমিত্রা। কেন বাছা! এত দ্রুতগতি এসে যে দাঁড়িয়ে থা'ক্‌লে? মুখে যে কথাটীও নাই? এ বীরবেশ ক্যান? ও বেশ দেখে যে আমার প্রাণ অস্থির হয়। বাপরে! ও বেশতো আমি দেখ্‌তে পারিনে। কোন যুদ্ধে যাবে নাকি? বাছা! তা হবে না। তোমায় কোন প্রাণে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিব। তাহ'লে যে আমি জীবন পরিত্যাগ কর্ব্বো। বাছা! স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থা'ক্‌লি যে? মনের কথা ব'লে প্রাণ শীতল কর্।

শত্রুঘ্ন। জননি! এমন কিছু নয়। এত উতলা হ'চ্ছেন কেন? লবণ নামে এক মহা পরাক্রান্ত দৈত্য এই পৃথিবীকে নানারূপ অশেষ

দুঃখ দিচ্ছে। তাই মহর্ষি ভার্গব এসে ব'লে গিয়েছেন। সেই জন্য মহারাজ তাকে বধ ক'র্ত্তে আমাকে আজ্ঞা দিয়েছেন। তাই এখন আপ নার নিকট বিদায় হ'তে এসেছি।

সুমিত্রা। বাছা! কি বল্লি? ও কথাতো আমার প্রাণে সয় না। (করুণস্বরে) তুই যুদ্ধে গেলে আমি কেমন করে প্রাণ রা'খ্‌বো। তোরে না দেখে যে এক দণ্ডও সুস্থির থাক্তে পারিনে। বাছারে! তুই সে দুর্জ্জেয় দৈত্যকে কেমন ক'রে জিন্‌বি? বাপ্! তুই যে আমার অঞ্চলের নিধি। আর রাম চন্দ্রই বা কেমন্ ক'রে নির্দয় হ'য়ে তোকে যুদ্ধে যেতে ব'ল্‌ছেন? বাছা! তুমিতো কখনই যুদ্ধ করনাই। তোমার কথা দূরে থা'ক, সে কেবল এক জাঠা দিয়ে সকল দেবগণকে জিনেছে। তুমিতো অতি বালক। যুদ্ধ কেমন হয় তাও জান না। বাপ! এপ্রাণ থাক্‌তেতো তোমাকে যুদ্ধে যেতে দিব না।

শত্রুঘ্ন। মা! অমন কথা বল্‌বেন্ না। দয়াময় রামচন্দ্রের অনর্থক দোষ দিচ্ছেন কেন? তিনিতো আমাকে নিজে যেতে বলেন নাই

আমিই ইচ্ছা ক'রে সেই পাতকীকে বধ কত্তে যে'তে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই রামচন্দ্রও অনুমতি দিয়েছেন। মাতঃ! আপনি কৃপা ক'রে আমায় যুদ্ধে যে'তে অনুমতি দিন।

সুমিত্রা। বাপু শত্রুঘ্ন! তবে তোমার যদি যুদ্ধে যে'তে একান্তই বাসনা হ'য়ে থাকে তবে আর আমি বাধা দিইনা। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের নিকটক হ'তে সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রাদি ল'য়ে যেয়ো।

শত্রুঘ্ন। জননি! সেজন্য চিন্তা ক'রবেন্ না। প্রভু রামচন্দ্র আমাকে দুর্জ্জেয় বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়ে-ছেন। তা দিয়ে আমি একবারেই সেই পাতকী রাক্ষসকে বধ ক'ত্তে পারবো। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করুন; আমি যেন শীঘ্রই রণে জিনে আসি।

সুমিত্রা। তবে বাছা আমি আশীর্ব্বাদ করি শীঘ্রই রণে জয়ী হ'য়ে এ'স। কল্য হো'তে আমি তোমার মঙ্গলের জন্য মা চণ্ডিকার পূজা আরম্ভ ক'রবো!

শত্রুঘ্ন। যে আজ্ঞা মা; তবে আমি এখন আসি। (প্রণামান্তর প্রস্থান) [যবনিকাপতন।

প্রথমাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।—শ্রুতকীর্ত্তির শয়নকক্ষ।

[বীরবেশধারী শত্রুঘ্নের প্রবেশ]

শত্রুঘ্ন। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) কৈ প্রিয়াকে তো দেক্‌চি না; কোথাও বুঝি যাওয়া হয়েছে। তবে ক্ষণেক কাল অপেক্ষা ক'ত্তে হ'লো। (ক্ষণেক ইতস্ততঃ পাদচারণ) কৈ এপর্য্যন্তও তো ফির্‌ছেন্ না; তবে বুঝি কুঞ্জে যাওয়া হোয়েছে। তবে যাই দেখি। (প্রস্থান)

[পুষ্পহস্তস্থিতা সখীদ্বয় সহ শ্রুতকীর্ত্তির অন্য পথে প্রবেশ]

মালতী। সখী! এ'সো; এখানে ব'সে এই ফুল দিয়ে মালা গাঁথি।

[সকলের উপবেশন]

শ্রুত। কি দিয়ে মালা গাঁথ্‌ব? স্থঁই সূতো কি আছে?

মালতী। স্থঁই সূতো না হ'লে কি মালা গাঁথা যায় না? দে'খ্‌বে? আমি গাঁচ্ছি।

শ্রুত। তোমাকে আর ঠাট ক'ত্তে হবে না;

তবে পারতো তুমিই গাঁথ। (মাধবীর প্রতি) সখি মাধবি! তোর কাছে কি সুঁই আছে? যদি থাকে তবে নে আস্‌গে। আমরা দুইজনে গাঁথি।

[মালতী বিনাসূত্রে মালাগাঁথনে প্রবৃত্তা]

মাধবী। তুমি না সে দিন মালা গেঁথে কোথায় রেখে দিলে?

শ্রুত। (ক্ষণচিন্তার পর) ও—আমার তাকের ওপর আছে; নে এ'সগে। (মাধবীর প্রস্থান)

[শ্রুতকীর্ত্তির মালতীর মালা গাঁথন একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করণ]

[ক্ষণকাল পরে মাধবীর প্রবেশ।

শ্রুত। কৈ পেয়েছ?

মাধবী। না, সেখানে পেলেম না।

শ্রুত। ও—তবে বুঝি আমার বাক্‌সের মধ্যে আছে। যাও আনগে।

মাধবী। না, আর আমি বারে বারে যেতে পারিনে। এখন মালতীর বিনা সুতায় মালা গাঁথা দ্যাখ।

মালতী। (ঈষদ্ধাস্যে) সখি! তোর মন এখন এত ভুলো হোয়ে গিয়েছে কেন? দিনে

দিনে আমদেকেও ভুলে যাবি নাকি ? মনে কিছু হ'য়েছে নাকি ?

শ্রুত। কৈ ? কি আর হবে ? ভাবছিলাম যে আমার অনন্তব্রতের দিনটা কবে ?

মালতী। হেঁ-বুঝেছি। (ক্ষণেক থামিয়া) ভাই মাধবী ! ঐ শোন্ কার যেন পার শব্দ শোনা-যাচ্ছে। বোধ হয় রাজপুত্র আসছেন্, চল আমরা যাই। (তাড়াতাড়ি মালাগাঁথা সমাপন করিয়া শ্রুতকীর্ত্তির গলে প্রদান।)

মাধবী। চল তবে যাই। (প্রস্থানোদ্যত)

শ্রুত। না আসেন্ এইখানেই থাক।

মালতী। না, আমাদের আর থাকা হয় না ; আমরা এখন চল্লেম। [সখিদ্বয়ের প্রস্থান]

[বীরবেশে শত্রুঘ্নের প্রবেশ।]

শ্রুত। এ প্রচণ্ড বীরবেশ যে ! (দণ্ডায়মান)

শত্রুঘ্ন। এক যুদ্ধে যেতে হবে।

শ্রুত। (সবিস্ময়ে) যুদ্ধে ? নিজে ? কার সঙ্গে ? তা হবে না।

শত্রুঘ্ন। মথুরার লবণ নামে এক দৈত্যের সঙ্গে।

শ্রুত। যার সঙ্গেই হোক্; যুদ্ধে যেতে দিবনা।

শত্রুঘ্ন। প্রেয়সি! সে এক সামান্য দৈত্য, তার সঙ্গে যুদ্ধে আবার ভয় কি? বিশেষতঃ সেই দৈত্য বেটা মুনি ও প্রজাগণের বহু কষ্ট দিচ্ছে। তাকে না মাল্লে মুনিগণের কোপে ভস্ম হ'তে হবে। আর প্রজা পালন করাই রঘুকুলের ধর্ম্ম। আমি জননীর নিকট হ'তে বিদায় ল'য়ে এসেছি: এখন তুমি বিদায় দিলেই সে বেটাকে বধ ক'রে মুনি কোপ হ'তে বাঁচ্‌তে পারি।

শ্রুত। তবে—যা—ইচ্ছা তাই কর, কিন্তু—

শত্রুঘ্ন। প্রিয়ে! "কিন্তু" ব'লে থামলে যে? চিন্তা কি? আমি অবিলম্বেই সেই দৈত্যকে বধ ক'রে আস্‌বো। [প্রস্থান]

যবনিকাপতন।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যার দুর্গ।

[শিঙ্গাহস্তে ঘোষকের প্রবেশ]

ঘোষক। (শিঙ্গা বাজাইয়া)

শুন শুন শুন ওহে যত সেনাগণ।
শত্রুঘ্ন যাবেন রণে বধিতে লবণ॥
মথুরায় আছে সেই দৈত্য মহাবল।
তোমরা প্রস্তুত হও সহ চতুর্দ্দল॥
শেল শূল মুষল মুদ্গার ভয়ঙ্কর।
জাঠাজাঠী ধনুর্ব্বাণ লও হে সত্তর॥
যাইতে হইবে অদ্য সেই মথুরায়।
শীঘ্র সাজ সাজ ওহে সেনা সমুদায়॥

[পুনঃ শিঙ্গা বাজাইয়া প্রস্থান]

[দুইজন সৈন্যের অন্য পথে প্রবেশ]

বীরভদ্র। ওগো! ওবেটা শিঙ্গা বাজায়ে এখানে এসে কি ব'লে গ্যাল, তাত কিছু বুঝ্‌তে পা'র্‌লেম না।

ব্যোমকেশ। তা কি তুই বুঝ্‌'তে পালি'না। আমাদের মহারাজ যে রাণীকে বনবাস দিয়েছেন্

তাই এখন শত্রুঘ্নকে মথুরার দিকে তালাস ক'ত্তে পাঠাবেন্।

বীর। না হে! অমন্ধারা বোধ হোচ্ছে না। এর মধ্যে আরো কিছু আছে। মধ্যে মধ্যে যে 'লবণ' 'লবণ' শুন্তে পেলেম্। এর কারণ কি?

ব্যোম। দূর্! বেটা তোর ওটা কান নয়, এক্‌টা চুলো।

[শত্রুসিংহের প্রবেশ]

শত্রুসিংহ। কেরে তোরা য়্যাত গোল কচ্ছিস্ ক্যান।

বীর। ভালই হ'লো; সেনাপতি মশার কাছে সব বিত্ত্যান্ত শুন্তে পাবো। (সেনাপতির প্রতি) সেনাপতি মশায়? ও'যো য়্যাক জন শিঙ্গা বাজায়ে দুর্গ মধ্যে এসে কি ব'লে গ্যাল; তাই বুঝ্‌তে না পেরে আমাদের গোল লেগেছে।

শ, সিং। তোরাকি একবারেই চাষা। এক্‌টা কথাও বুঝ্‌তে পারিস্‌নে? আজ মহাবীর শত্রুঘ্ন যে লবণ রাক্ষস বধ কত্তে মথুরায় যাবেন, তাই ও মানুষ্‌টে তোদের্ প্রস্তুত হ'তে ব'ল্লে। [প্রস্থান]

বীর। (ব্যোমকেশের প্রতি) দেক্‌লিরে? আমিযে আগেই বলেছিলাম যে এর মধ্যে লবণের কথা আছে, তা তুই শুঁল্লিই না।

ব্যোম। বটে তাইতো, তোর কথাই হ'লো তবে চল য়্যাখন আমরা সকল্‌কে ব'লে আপন আপন মত সাজিগে। [উভয়ের প্রস্থান]

[দতেব প্রবেশ]

দূত। কোথায় হে সারথি!

(সারথির প্রবেশ।)

সারথি। কেনগো আমায় ডাক্‌ছ ক্যান।

দূত। য়্যাতক্ষণ কি বুঝ্‌তে পার নাই আজ মহাবীর শত্রুঘ্ন মথুরায় যুদ্ধ কত্তে যাবেন। রথখানা যেন প্রস্তুত থাকে।

সারথি। তবে আমি যাই; রথে ঘোড়া গুলো ভাল ক'রে যু'তে রাখিগে। [প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।—বাল্মিকীমুনি শিষ্য সহ উপবিষ্ট।

[সসৈন্যে শত্রুঘ্নের প্রবেশ]

শত্রুঘ্ন। মুনিবর! প্রণাম হই। (প্রণাম)

বাল্মিকী। কে ও শত্রুঘ্ন না কি; এত অসময়ে কেন? (আসন প্রদান পূর্ব্বক) বীরবর! সসৈন্যে কোথায় গমন হ'চ্ছে? এখানে ব'স।

শত্রু। (যোড় হস্তে) মহর্ষে! শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে দুরন্ত লবণ রাক্ষসকে বধ ক'র্ত্তে মথুরায় যাচ্ছি। শুনেছি, সে রাক্ষস তপোধনদিগকে অশেষ বিড়ম্বন ক'চ্ছে; আর মহাদেবের প্রসাদে এক জাঠা পেয়ে পৃথিবীতে দুর্জ্জেয় হ'য়ে পড়েছে সেই জন্য তাকে বিনাশ ক'র্ত্তে যা'চ্ছি; আপনাদের কৃপা থাক্‌লে তাকে অবশ্যই বিনাশ ক'র্ত্তে পার্ব্বো। তপোধন! অদ্য আপনার তপোবন সমীপে এসে সন্ধ্যা হ'লো, এখন আপনার আশ্রমে এই রজনীতে অতিথি হ'লেম। (উপবেশন)

বাল্মীকি। আজ তো যাহো'ক্; সে দুষ্ট

দানব বেটা নিহত হবে। (শিষ্যের প্রতি) সতা-নন্দ! তুমি এঁর সৈন্যগণকে ভালমত বাসস্থান ও ভোজনাদির যোগাড় ক'রে দ্যাওগে।

সতানন্দ। যে আজ্ঞে; দেই গে। (সৈন্যসহ প্রস্থান)

শত্রুঘ্ন (সৈন্যগণের প্রতি) ওহে সৈন্যগণ! তোমরা সাবধান হ'য়ে আজ রাত্রে বিশ্রাম কর-গে, দে'খ য্যান তপোবনের কোন অনিষ্ট না হয়।

সেনাপতি। যুবরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য (প্রস্থান)

বাল্মী। বৎস শত্রুঘ্ন! এক্ষণে অধিক রাত্র হ'য়েছে; (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ঐ গৃহে যেয়ে বিশ্রাম করগে।

শত্রু। যে আজ্ঞা প্রভো! (প্রস্থান)

[সতানন্দের পুনঃপ্রবেশ]

বাল্মী। বৎস! সৈন্যদিগকে আহারাদির আয়োজন ক'রে দিলে?

সতা। তা সব দেওয়া হ'য়েছে। গুরুদেব! আজ আমাদের তপোবন পবিত্র হ'লো। সীতা-দেবী যমজ পুত্র প্রসব ক'রেছেন।

বাল্মি। আহা! তোমার মুখে এরূপ কথা শু'নে যে কতদূর তৃপ্ত হলেম তা বল্‌তে পারি-নে। আজ সেই জানকীর পুত্র-মুখ দে'খে চক্ষু সার্থক করবো। আহা! এতদিনেতো রঘুকুলের নাম থাক্‌লো, এতদিনের পরিশ্রম অদ্য সার্থক হ'লো। শিষ্য! তুমি শীঘ্র যেয়ে মুনিকন্যাগণকে বল গে যে তারা বৈদেহীকে যথা যোগ্য সুশ্রুষা করেন। আর এ কথা যেন শত্রুঘ্ন না শোনেন, সে বিষয়ে সাবধান! আর শত্রুঘ্নকে যথাযোগ্য ভক্ষ্য দ্রব্য দেওয়া হ'য়েছে তো?

সতা। আজ্ঞে হাঁ; তাঁকে যথোচিত দেওয়া হ'য়েছে। তবে মুনিকন্যাগণকে বলি গে।

বাল্মি। হা শীঘ্র যাও। আমি পশ্চাৎ আশ্চি। (ধ্যানস্থ হওন)

[সতানন্দের প্রস্থান]

[শত্রুঘ্নের পুনঃপ্রবেশ]

শত্রুঘ্ন। (স্বগত) এইতো রজনী প্রভাতা হ'লো। আবার পূর্ব্বাকাশে দিনমণিরও ঈষদাভা দৃষ্ট হইতেছে। যাই এখন মুনিবরের নিকট বিদায় হয়ে এসি। (মুনির নিকট গমন করত

প্রকাশ্যে) মুনিবর! প্রণাম ক'ল্লেম ; এখন যেতে বাঞ্ছা করি। (প্রণাম)

বাল্মি। (শত্রুঘ্নের বাক্যে প্রণিধান না করিয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যানস্থ)

শত্রু। (স্বগত) বোধ হয় মহর্ষির ধ্যানভঙ্গ হয় নি। নতুবা আমার কথায় প্রত্যুত্তর দিতেন। আবার এঁকে না বলি'য়েই বা কেমন ক'রে যাই। এদিকে বেলাও হ'লো ; তবে আর এক বার ডেকে দেখি। (প্রকাশ্যে) মহর্ষে! প্রণমামি।

বাল্মি। (ধ্যানভঙ্গ হইয়া) কি বীরবর! কল্য রাত্রে বিশ্রামের জন্য কোন অসুখ তো হয় নি? সেনাগণতো সুখে ছিল?

শত্রুঘ্ন। আপনার আশ্রমে থেকেও যদি এদের অসুখ হবে তবে আর কোথায় সুখ হবে? গত রাত্রে সকলেই সুখে ছিলাম ; তবে এখন বিদায় হ'তে ইচ্ছা করি। আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন সে পাতকীকে শীঘ্রই বিনাশ ক'ত্তে পারি।

বাল্মি। বাপু শত্রুঘ্ন! তবে এসগে। আশীর্ব্বাদ করি শীঘ্রই যেন তোমার হস্তে সে বেটা নিহত হয়।

শত্রুঘ্ন। (প্রণামানন্তর) তবে আসি। যদি নিহত ক'ত্তে পারি তবে আপনার শ্রীচরণ পুনরায় দর্শন কর্‌বো। (প্রস্থান)

যবনিকাপতন।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুরপুরী।

[ব্রহ্মাদি দেবগণ আসীন]

ইন্দ্র। পিতামহ! মহর্ষি ভার্গব এতদিন হ'লো রামচন্দ্রকে লবণ বধের কথা বল্‌তে গিয়েছেন, কৈ তিনিতো এতদিনো ফিরলেন না।

ব্রহ্মা। বোধ হয় মহর্ষির বা কোন কার্য্য বশতঃ রামচন্দ্রের নিকট যেতে বিলম্ব হ'য়েছে; অথবা রামচন্দ্রেরিই তাকে বধ ক'ত্তে যেতে বিলম্ব হো'চ্ছে।

ইন্দ্র। আচ্ছা সে যাহোক্; এখন ক্ষণকাল গীতবাদ্য শোনার জন্য উর্ব্বশীকে স্মরণ করা যা'ক।

চন্দ্র। আচ্ছা, ভালইতো হোক।

ইন্দ্র। ওহে! ওখানে কে'ও আচ্ছ নাকি?

[দূতের প্রবেশ]

দূত। দেবরাজ! আমিই এখানে আছি। এখন এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়।

ইন্দ্র। (ব্রহ্মার প্রতি) পিতামহ! আপনার কি অভিরুচি?

ব্রহ্মা। তোমাদের যা ইচ্ছা।

ইন্দ্র। দূত! তুমি শীঘ্র উর্ব্বশীকে ও চিত্র সেন গন্ধর্ব্বরাজকে ডে'কে আন।

দূত। দেবাজ্ঞা শীরোধার্য্য (প্রস্থান)

চন্দ্র। এই যে মহর্ষি আস্‌ছেন। [ভার্গবের প্রবেশ]

ইন্দ্র। (মুনির প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হোক্ বসুন। (আসন প্রদান) কি হ'লো?

মুনি। হয়েছে।

ব্রহ্মা। কি শ্রীরাম নিজে এসেছেন?

মুনি। না; শ্রীরাম শত্রুঘ্নকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যে বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়েছেন, আর ওর বাঁচবার ভরসা নাই। (হাস্যমুখে ক্ষণপর) তবে এখন গীত বাদ্য করা যাক্।

চন্দ্র। হাঁ, তাই হবে উর্ব্বশীকে ডাক্‌তে গিয়েছে।

[উর্ব্বশী ও চিত্রসেন সমভিব্যাহারে দূতের পুনঃ প্রবেশ]

দূত। সুররাজ! এই তাদেকে আন্‌লেম্‌। (প্রস্থান)

[উভয়ের প্রণাম]

উর্ব্বশী। অমররা'জ! কি নিমিত্ত আমাদেরকে ডেকেছেন।

ইন্দ্র। সুন্দরি! এই দেবগণ তোমার গীত শুন্‌বেন্‌; তাই আমি তোমাকে ডাক্‌লেম্‌।

উর্ব্ব। আমি গান ক'রে কি আপনাদের চিত্তবিনোদন কর্ত্তে পার্‌বো! তবে বলুন্‌ ক্যামন গান গাবো।

ইন্দ্র। তোমারই মনোমত।

উর্ব্ব। (চিত্রসেনের প্রতি) গন্ধর্ব্বরাজ! তবে আপনি বাজাতে আরম্ভ করুন্‌।

(চিত্রসেনের বাদ্য আরম্ভ)

রাগিণী বিভাষ; তাল আড়া।

আহা কি সভার শোভা কিবা শোভা আহামরি।
বসেছেন দেবেন্দ্র চন্দ্র যোগেন্দ্র ধন-অধিকারী॥

নারদ কশ্যপ ঋষি, উপনীত সবে আসি।
কেমনে তুষিবে দাসী, মনোজ্ঞ সঙ্গীত করি॥

ব্রহ্মা। উর্ব্বশি! তোমার সুমধুর গীতটী শ্রবণ ক'রে অপার আনন্দ অনুভব ক'ল্লেম। কিন্তু তোমার এরূপ কোকিল কণ্ঠ হ'তে আর দুই একটী গীত ক'রে সভাস্থ সকলের মনস্তুষ্টি কর!

উর্ব্ব। তবে বলি ঃ—

রাগিণী আলিয়া তাল একতালা।

তারিণি! কে জানে হে তব মায়া।
কারে হাসাও কারে কাঁদাও কারে দেহ পদছায়া॥

[নেপথ্যে ভয়ঙ্কর শব্দ]

চন্দ্র। (সভয়ে) পিতামহ! অকস্মাৎ এমন সৃষ্টিনাশ-সূচক শব্দ শুন্তে পাচ্ছি কেন? কোন যুগেই তো এমন ঘোর শব্দ শুনিনাই। কিপ্রলই উপস্থিত তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে; এর কারণ কি?

ব্রহ্মা। এতক্ষণও কি বুঝ্‌তে পারনাই? ইনি যে সে দিন এখান হ'তে লবণ দৈত্য বিনাশের পরামর্শ ক'রে রামচন্দ্রকে সেকথা বল্‌তে গিয়েছিলেন, তাই বীর শত্রুঘ্ন এসে সেই মহা-

বল দৈত্যকে বিনাশের জন্য বৈষ্ণবাস্ত্র যোজনা ক'রেছেন ; সেইজন্য ভূলোকে এমন ভয়ঙ্কর শব্দ হোচ্ছে। এতে কোন ভয় নাই। ইচ্ছা ক'ল্লে দেখ্‌তে যে'তে পার।

ইন্দ্র চন্দ্র ইত্যাদি। তবে চলুন। (সকলের প্রস্থান)

যবনিকাপতন।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মথুরা।

[শত্রুঘ্ন সসৈন্যে লবণের শিব মন্দির বেষ্টন পূর্ব্বক রথে উপবিষ্ট]

শত্রুঘ্ন। সেনাগণ! তোমরা সাবধান হ'য়ে এই ঘরের চারিপাশ রক্ষা কর; যেন রাক্ষস বেটা ঘরের মাঝে না যেতে পারে।

শত্রুসিংহ। যে আজ্ঞা বীরবর; আমরা সকলেই সাবধান হ'য়ে আছি।

[মৃতমৃগ স্কন্ধে করিয়া লবণের প্রবেশ]

লবণ। (বিকৃতস্বরে) উঃ এ কি গোলমাল!!

এরা কে ! কার ম'ত্তে সাধ হ'য়েছে। আমায় কি চেনে না ?

শত্রুসিং। আমরা আজ তোর যম স্বরূপ হ'য়ে এসেছি। দ্যাখ্ এই মহাবীর শত্রুঘ্ন এখনি তোকে বধ ক'চ্ছেন।

লবণ। (মৃগ ফেলিয়া ক্রোধে শত্রুঘ্নের প্রতি) রে দুষ্ট। আজ্ কি তোর ম'ত্তে ইচ্ছা হ'য়েছে ? রে ! শৃগাল হ'য়ে সিংহের নিকট আস্তে ভয় হ'লো না ? শীঘ্র এখেন্ থেকে পালা। তা না-হ'লে আর আজ তোমার বাঁচ্তে হবে না।

শত্রুঘ্ন। (সক্রোধে) কিরে পাষণ্ড ! তোর মামাও তোর মত অহঙ্কার ক'রে অবশেষে আমার ভাই রামচন্দ্রের হাতেই ম'রেছে। তোর কপালেও তাই আছে। দ্যাখ্ এখনি তোর দর্প চূর্ণ ক'চ্ছি। (ধনুকে টঙ্কার)

লবণ। কি মিছে ধনুক ফট্ ফট্ কোচ্ছিস্ তোর মত কত শত বীরকে যমের বাড়ী পাঠি-য়েছি। এই দ্যাখ তাদের হাড়্ গুলো ঢেরি হ'য়ে র'য়েছে। (প্রদর্শন) যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে শিগ্গীর পালা। জানিস্নে তোর পূর্ব্ব

পুরুষ মান্ধাতাকে জাঠা দিয়ে মেরে ফেলেছি। আমি তোর বংশের রাজাগুলোকে তের্ণো জ্ঞানো করিনে।

শত্রুঘ্ন। (ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে) কি পাপিষ্ঠ! জলে থে'কে য়্যাত সাধ, কুমীরের সঙ্গে ক'ত্তে বাদ। আমিতো সেই রাগেই তোকে বধ ক'ত্তে এসেছি। তোকে মেরে বংশের সব ধার শুধ্‌বো। (বাণবর্ষণ)

লবণ। (দন্ত কড়মড়ি পূর্ব্বক) এ বেটার কথা তো আর গায় সয় না; (শত্রুঘ্নের প্রতি মুষ্ট্যাঘাত)

শত্রুঘ্ন (পতন ও মূর্চ্ছা)

সৈন্যগণ। হায়্ হায়্!! কিহ'লো! কি হ'লো! পালারে! শিগ্‌গির পা'লা! (পলায়নোদ্যত)

শত্রুসিং। (উচ্চৈঃস্বরে) সেনাগণ! ভয়নাই। পালা'য়ো না। এ বেটার পর বাণ মার।

লবণ। (মৃগ লইয়া তুচ্ছজ্ঞান সূচক হাস্য করিতে করিতে গৃহ প্রস্থানোদ্যত)

সেনাগণ। (বাণবর্ষণ করত লবণের গৃহ গমন প্রতিবন্ধক করণ)

লবণ। (পদাঘাতে ও চপেটাঘাতে সৈন্য-গণকে মারিয়া যাওন)

শত্রুঘ্ন। (সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধনুকে বৈষ্ণবাস্ত্র যোজনা পূর্ব্বক ক্রোধে) কোথায় ওরে—দুষ্ট দানব! শীঘ্র এসে যুদ্ধ দে।

লবণ। (বাণের গর্জ্জন শুনিয়া কিঞ্চিৎ সভয়ে) শত্রুঘ্ন! ক্ষণেক বিলম্ব কর। খে'য়ে এসে তোমার সাতে যুদ্ধ ক'চ্ছি।

শত্রুঘ্ন। (ইষদ্ধাস্যে) ওরে!—আমি তোর মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেছি। খেতে যাওয়ার ভান্ ক'রে জাঠা নিয়ে আস্‌বি? তা হবে না। এখনি যুদ্ধ ক'ত্তে হবে।

লবণ। (ক্রোধে) রে—পাপিষ্ঠ রঘুকুলাঙ্গার! আমার ক্ষুধার সময় খেতে দিলিনে? তবে আয় তোর সমর-সাধ মিটাই। (পুনঃ মুষ্ঠ্যাঘাত করণোদ্যত)

শত্রুঘ্ন। (বৈষ্ণবাস্ত্র ত্যাগ)

লবণ। (ঘোর নাদ করিতে করিতে পতন ও মৃত্যু) [শত্রুঘ্নের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি]

যবনিকা পতন।

[নেপথ্যে গীত]

রাগিণী আলাহিয়া তাল একতালা।

দুর্জ্জয় দানব গেল সমন সদন রে।
ত্রিভুবন শঙ্কা অদ্য হইল বারণ রে॥
দ্বিতীয় কৃতান্ত সম, দেবে করে তুচ্ছ জ্ঞান।
তাই শত্রুঘ্নেরি বাণে হইলো পতন রে॥

তৃতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মথুরাপুরী।

রাজসভা।

[মন্ত্রী বেষ্টিত শত্রুঘ্ন আসীন]

[ব্রহ্মার প্রবেশ]

শত্রুঘ্ন। (দণ্ডায়মানানন্তর প্রণাম পূর্ব্বক) আ'জ আমার শুভদিন, আজ ব'সে থেকে আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ক'ল্লেম। পদ্মযোনে! আ'জ কি নিমিত্ত এ অধীনের নিকট পদার্পণ ক'লে'ন? (পাদ্যার্ঘ ও আসন প্রদান)

ব্রহ্মা। (উপবেশনান্তর) বীরবর! আ'জ তুমি দুর্জ্জেয় লবণ দৈত্যকে বধ ক'রে ত্রিজগতের

ভয় দূর ক'ল্লে। অমরগণ সকলেই তোমার প্রতি যারপর নাই সন্তুষ্ট হ'য়েছেন। তুমি বর প্রার্থনা কর, যে বর চা'বে তাই সিদ্ধ হবে। তোমার অভিলাষিত বর কিছুমাত্রো খণ্ডিত হবে না।

শত্রুঘ্ন। (করযোড়ে, ব্রহ্মন্! আমার কি সাধ্য যে আমি সেই মহাবল ত্রিভুবনজেতা রাক্ষসকে বধ করি; শুধু আপনাদের কৃপাতেই কৃতকার্য্য হ'য়েছি। তবে এখন এই বর প্রার্থনা করি যে "মথুরাতে শীঘ্রই যেন বহুবিধ লোকের বসতি হয়।"

ব্রহ্মা। তথাস্তু, শীঘ্রই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হবে। (প্রস্থান)

শত্রুঘ্ন। ওহে দূত! শীঘ্র এদিকে এস।

[দূতের প্রবেশ]

দূত। মহারাজ! এদাস উপস্থিত হ'য়েছে। কি আজ্ঞা হয়?

শত্রুঘ্ন। ওহে তুমি একজন কারিকরের নিকট যে'য়ে বলগে যে তাকে এই মথুরাতে এক্‌টী রাজবাটী, আর নানা স্থানে নানা প্রকার দালান প্রস্তুত ক'ত্তে হবে। আর তুমি তাকে এখানে ডে'কে নে এসোগে।

দূত। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। (প্রস্থান)

শত্রুঘ্ন। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীবর! আমি বিশ্রাম ভবনে যাই। তুমি উদ্যোগী হ'য়ে কারিকরকে সব ব'লে দিও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

(শত্রুঘের প্রস্থান)

[ক্ষণ পরে কারুকরে সহিত দূতের প্রবেশ]

দূত। মন্ত্রীমশায়, কারিকর্‌কে তো নে আঁল্লেম।

মন্ত্রী। (কারুকরের প্রতি) তুমি কারিকর?

কারুকর। আজ্ঞে হাঁ। দূতের মুখে শুঁল্লেম যে আমাকে মথুরা পুরী নির্ম্মাণ ক'ত্তে মহারাজের আজ্ঞা হ'য়েছে; কিন্তু কোথায় কিরূপ ক'রে নির্ম্মাণ ক'ত্তে হবে তা ব'লে দিন্‌নি।

মন্ত্রী। তাকি আর তোমায় বল্‌তে হবে? তুমি কতশত দালান প্রস্তুত ক'রেছ; যাতে সুদৃশ্য হয় সেই মত কত্তে হবে। আর কোথায় ক'ত্তে হবে তা কা'ল ব'লে দিব।

কারু। তবে যাই যোগাড় করিগে। (প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

তৃতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মথুরার রাজসভা।

।মন্ত্রীবেষ্টিত শত্রুঘ্ন সিংহাসনে আসীন]

[কারুকরের প্রবেশ]

কারু। (প্রণাম পূর্ব্বক যোড় হস্তে) মহারাজ। কয়েক ব'ছর হ'লো এই নগর নির্ম্মাণেই রত ছিলাম। আজ সকলি সারা হ'য়েছে। অনুগ্রহ ক'রে একবার নগরটা দৃষ্টি করুন।

শত্রু। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীবর! তুমি যেয়ে একবার দেখে এসো, নগরের কেমন শোভা হ'য়েছে। আর রাজবাটী ভাল ক'রে দেখে এসো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। তবে দে'খে আসি। (কারুকরের সহিত প্রস্থান)

শত্রু। (ক্ষণকাল পরে স্বগত) অনেক দিন হ'লো প্রভুর চরণ দর্শন করি নাই; আর তাঁদের কোন কুশল-বার্ত্তাও শুন্তে পাই নাই। দেখি মন্ত্রীকে বলি; তিনি এ বিষয়ে কি বলেন।

[কিঞ্চিৎপরে কারুকরের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী। যুবরাজ! নগরের শোভা অতুল; তা কত ব'ল্‌বো। এ নগর আপনার অযোধ্যা হ'তেও সুদৃশ্য হ'য়েছে। এ কারিকরটী বেশ সুদক্ষ ব্যক্তি।

শত্রুঘ্ন। কেমন হ'য়েছে ভাল ক'রে বল দেখি?

মন্ত্রী। রাজন্‌!

ক'রেছে মথুরা পুরী অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
তাহা আর কত কব করিয়া বাখান॥
মনোহর সৌধাবলী আর সরোবর।
মৎস্য আদি আছে তাহে নানা জলচর॥
বন উপবন ভে'ঙ্গে করেছে বসতি।
বসায়েছে সারি সারি নর নানা জাতি॥
ইষ্টক নির্ম্মিত বর্ত্ম আছে মাঝে মাঝে।
দুইপাশে মনোরম অট্টালিকা সাজে॥
নানা জাতি তরুচয় ক'রেছে রোপণ।
সুমধুর গীত গায় তাতে পক্ষীগণ॥
নানাবিধ কুসুম নিকরে সুশোভিত।
বহুস্থানে পুষ্পোদ্যান হ'য়েছে নির্ম্মিত॥
শিখীগণ পুচ্ছ ধরি তাহে সদা নাচে।
নৃত্যের কি কব কথা মুনি মন মজে॥
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণগৃহ ক'রেছে গঠন।
ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র আদি বসেছে ব্রাহ্মণ॥

যুবরাজ! শুন্‌লেন তো?

শত্রু। মন্ত্রিন্‌! নগরের শোভা শু'নে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হ'লেম; নগরটী আমার বেশ মনোজ্ঞ হ'য়েছে। এখন কারিকরকে পারি-তোষিক স্বরূপ দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান কর।

মন্ত্রী। (কারুকরের প্রতি) কারিকর! যুবরাজ তোমার কারুকর্ম্মের বিবরণ শু'নে সন্তুষ্ট হ'য়ে দশ হাজার মোহর দিতে বল্লেন্‌। এই লও(প্রদান)

কারু। (হস্ত প্রসারিয়া লইয়া) মহারাজ! আপ্‌নি সন্তুষ্ট হ'লেই যথেষ্ট। চিরকাল যেন এ দাসের প্রতি দয়া থাকে। তবে য়্যাখন যাই।

(প্রণামানন্তর প্রস্থান)

শত্রুঘ্ন। (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মন্ত্রিন্‌! অনেক কাল হ'লো নয়ন-ভ্রমর প্রভুর শ্রীপাদপদ্মামৃত পানে বঞ্চিত; এখন অত্যন্ত পিপাসু হ'য়ে উঠেছে। অতএব শীঘ্রই অযোধ্যা গমনের উদ্যোগ কর।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। কল্য প্রভাতেই যাত্রা করা যাবে। আমি তবে সৈন্যগণকে বলিগে!

(প্রস্থান) [যবনিকা পতন।

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

[শিষ্য সহ বাল্মিকি উপবিষ্ট]

[সসৈন্যে শক্রঘ্নের প্রবেশ]

শক্রঘ্ন। (স্বগত) এইতো মহর্ষি বাল্মিকির তপোবন্ দেখ্‌ছি। আহা! তপোবনের কি রমণীয় শোভা! এ দিকে দিনমণিও তো অস্তা-চল শিখরাবলম্বী হইলেন। এখন এই মহর্ষির আশ্রমেই অতিথি হ'তে হ'লো। (প্রকাশ্যে সেনাপতির প্রতি) শক্রসিংহ! আজ এই মহর্ষির আশ্রমেই অতিথি হই।

শক্রসিং। যে আজ্ঞা মহারাজ চলুন্।

শক্রঘ্ন। (আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক) তপোধন! প্রণমামি। (প্রণাম)

বাল্মিকি। (সহাস্যে) কেও শক্রঘ্ন নাকি? কুশল বার্ত্তা বল। এত বিলম্ব হ'লো কেন? সে রাক্ষস বেটা তো নিহত হ'য়েছে? এস এখানে ব'স। (আসন প্রদান)

শত্রুঘ্ন। (উপবেশন পূর্ব্বক) আপনার আশী-র্ব্বাদে গিয়েই তাকে বধ ক'রেছি। মথুরাতে একটী নগর স্থাপন ক'রে এতদিন অতীত হ'লো। এখন শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-দর্শন-মানসে অযোধ্যায় গমন ক'চ্ছি।

বাল্মীকি। (প্রফুল্লচিত্তে) বৎস! সে পাষণ্ড অত্যাচারীর নিধন সংবাদ শু'নে তোমার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হ'লেম। শ্রীরামচন্দ্র কত মাস যুদ্ধ ক'রে রাবণকে বধ ক'রেছিলেন। তুমি এক দিনের রণেই দ্বিতীয় রাবণের তুল্য আর এক রাক্ষসকে বধ ক'ল্লে। বৎস! ধন্য তোমার শিক্ষা ও শৌর্য্য!! (শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করত শতানন্দের প্রতি) শতানন্দ! এই মহাবীর শত্রুঘ্ন সেই দানবকে নিহত ক'রে পুনর্ব্বার এই আশ্রমে অতিথি হ'য়েছেন্। তুমি ইহাঁর সৈন্যগণকে উত্তমরূপে খেতে দেওগে। যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

শতা। প্রভো! ভালই হ'লো। এখন নিরুদ্বেগে আমাদের তপস্যাদির কার্য্য চ'ল্‌বে। তবে আমি ইঁহার সৈন্যগণকে যথোচিত ভোজ-

নাদির উদ্যোগ ক'রে দেইগে। (সৈন্যগণসহ প্রস্থান)

শত্রুঘ্ন। সাবধান! দেখিও কোন যেন অনিষ্ট না হয়।

নেপথ্যে সেনাপতি। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[বালকণ্ঠে নেপথ্যে বীণাধ্বনিতে গীত]

শত্রুঘ্ন। (একাগ্রচিত্তে গীত শ্রবণ)

বাল্মীকি। (নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি)

রাগিণী ভৈরবী তাল একতালা।

বাকল পরণে, শ্রীরাম লক্ষণে,
দেশ ছাড়ি বনে, করিছেন গমন।
সঙ্গে সীতা সতী, মূর্ত্তি ভগবতী,
দেখে সব যুবতী, করিছে রোদন॥
রাজা দশরথ, পেয়ে পুত্রশোক,
অকালেতে তিনি, গেলেন পরলোক।
রাণীগণ পেয়ে, পতি পুত্রশোক,
পাগলিনী হ'য়ে করিছেন ক্রন্দন।
চৌদ্দ বর্ষ থে'কে পঞ্চবটী বনে,
সীতা হ'রে নিল, লঙ্কার রাবণে,
অবশেষে পাপী বহুকাল বণে,
রাম কর্ত্তৃক হ'লো সবংশে নিধন॥

শত্রুঘ্ন। (গীত শুনিয়া বাষ্পাকুল নয়নে) ঋষে! এই অপূর্ব্ব সুমধুর রামায়ণ গীত শু'নে আমার চিত্ত আর্দ্র হ'চ্ছে। বোধ হয় দুইজন অল্প বয়স্ক বালকে এই সঙ্গীত গাচ্ছিলো। মহর্ষে! তারা কে? আর এই অমৃত প্রপ্পুরিত গীত কার রচিত?

বাল্মিকি। এই দুই জন শিশু আমারি শিষ্য আর শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের যষ্ঠি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জীবনী সম্বলিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা ক'রেছি। তাই এই দুই শিশুকে শিক্ষা দিয়েছি। তারাই গান গাচ্ছে।

মন্ত্রী। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করত স্বগত) এইতো রাত্রি ভোর হ'ল। যুবরাজতো মহর্ষির সহিত কথায় ভুলে আছেন্। একবার বলি। (জনান্তিকে রাজার প্রতি) যুবরাজ! এইতো রজনী প্রভাতা হ'লো। এখন অযোধ্যায় যাত্রা করা যাক্।

শত্রুঘ্ন। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি করত জনান্তিকে মন্ত্রীর প্রতি) হাঁ, তাইতো। রাত্রিতো ভোরি হ'য়েছে। (মুনির প্রতি প্রকাশ্যে) মহর্ষে! রজনী

তো প্রভাত। হ'য়েছে। তবে এখন বিদায় হ'তে ইচ্ছা করি।

বাল্মীকি। তবে এসোগে বাপু। আশীর্ব্বাদ করি "চিরজীবী হ'য়ে কুশলে রাজ্য শাসন কর।"

শত্রুঘ্ন। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) তা আপনাদের কৃপা। আপনাদের দয়া না থাক্‌লে আমাদের কিছুই সম্ভবে না।

(প্রণামানন্তর প্রস্থান)

(মন্ত্রীর শত্রুঘ্নের অনুগমন)

যবনিকা পতন।

চতুর্থাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা।—রামের বিশ্রাম কক্ষ।

[রাম ও লক্ষ্মণ আসীন]

রাম। (বিমর্ষ ভাবে) ভ্রাতঃ! এত দিন হ'লো ভাই শত্রুঘ্ন সেই দুষ্ট রাক্ষসকে বধ ক'র্ত্তে গিয়েছে। তার তো কিছুই মঙ্গলামঙ্গল জান্তে পা'ল্লেম না। সুমিত্রা মাও তাঁর ছোট ছে'লেকে না দেখ্‌তে পে'য়ে অত্যন্ত ব্যাকুলা হ'য়েছেন।

কা'লকার দিন দে'খে মথুরাতে তার জন্য লোক পাঠাতে হবে।

লক্ষ্মণ। প্রভো! বোধকরি সে তাকে বধ ক'রে মথুরায় নগর নির্ম্মাণ ক'চ্ছে। তাতেই হয়ত তার এত বিলম্ব হ'চ্ছে।

রাম। না। সেমত বোধ হয় না। তাহ'লে কি এত সময় লাগে? কখনই না।

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌবা। (প্রণামানন্তর যোড়হস্তে) মহারাজ! দ্বারে বীর শত্রুঘ্ন উপস্থিত। কি আজ্ঞা হয়।

রাম। (হর্ষোৎফুল্ল বদনে ব্যগ্রচিত্তে) কি! শত্রুঘ্ন এসেছে? আমরাও তো এখনি তারি কথাই বল্‌ছিলাম। যাও, শীঘ্র তাকে নিয়ে এস।

দৌবা। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। (প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। প্রভো! বোধ হয় নিশ্চয়ই ভাই শত্রুঘ্ন সেই মথুরায় নগর নির্ম্মাণ ক'রে এসেছে। তা না হ'লে এত দেরি হওয়ার কোনই কারণ নাই।

রাম। (ক্ষণ চিন্তার পর) হাঁ তাই হ'তে পারে।

[দৌবারিকের সহিত শত্রুঘ্নের প্রবেশ]

শত্রুঘ্ন। (রাম ও লক্ষ্মণের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

রাম। (সহর্ষে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) ভাই! সেই দুষ্ট দানবকে বধ ক'রেছ তো? তাকে বিনাশ কর্ত্তে তো কষ্ট হয় নাই?

শত্রুঘ্ন। প্রভো! আপনার প্রসাদে আমি এ ত্রিলোক মধ্যে কা'কেও ভয় করিনে। মথু-রাতে যেয়েই তাকে বধ ক'রেছি।

লক্ষ্মণ। ভাই! অনেকক্ষণ পরিশ্রম ক'রে শ্রান্ত হ'য়েছ; এখানে ব'সে বিশ্রাম কর।

(শত্রুঘ্নের উপবেশন)

রাম। ভাই! তুমি কেমন ক'রে সেই মহা-পরাক্রান্ত দৈত্যকে বধ ক'ল্লে?

শত্রুঘ্ন। দয়াময়! একমাত্র জাঠাই সেবেটার সকল পরাক্রমের কারণ। সে মৃগয়ায় গে'লে আমি তাহার জাঠার ঘর বে'ড়ে র'লেম। তার ক্ষণকাল পরে সে এলে আপনার প্রদত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা তখনি বধ করেছি।

রাম। তবে এত বিলম্ব হ'ল কেন?

শত্রুঘ্ন। প্রভো! তাকে বধ করে মথুরাতে একটী নগর স্থাপন ক'রেছি। নগরটী বহু অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত ক'রে তাতে নানাজাতি লোকের বসতি করায়েছি। সেই জন্যই এত বিলম্ব হ'য়েছে।

রাম। মথুরাতে তোমাকে পূর্ব্বেই রাজা ক'রেছি, তবে এক্ষণে কয়েকদিন চা'র ভাই এখানে থাকি; তার পর তুমি মথুরায় যেয়ো।

শত্রুঘ্ন। দয়াময়! তব অদর্শনে রাজ্যে আমার কি কার্য্য।

রাগিণী বিভাষ তাল আড়খেমটা।

শুনবলি প্রভো রাম মথুরায় যেতে ব'লনা।
ভুঞ্জিব শ্রীপদৈশ্বর্য্য বৃথারাজ্যে নাই বাসনা॥
সেবিয়ে তব শ্রীপদ, হ'য়েছি ভাই নিরাপদ।
কি করিবে রাজ্যপদ, অন্তিমে কেবল শোচনা॥
অসার সুখ সম্পদে, ব্যাপিবনা মিছে মদে।
রেখো পদ কোকনদে, চিরকাল মোর এই কামনা॥

রাম। (হর্ষিত হইয়া পুনঃ আলিঙ্গন প্রদান) ভাই সে যাহোক্; সুমিত্রা মা তোমাকে দেখবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিতা হ'য়েছেন্। শীঘ্র তাঁর সহিত দেখা করগে।

শত্রুঘ্ন। যে আজ্ঞা তবে আমি চল্লেম।

(প্রস্থান)

[অন্যপথে ইচ্ছাময়ীর প্রবেশ]

রাম। কেন ইচ্ছাময়ি! দ্রুতপদে আস্‌ছ যে?

ইচ্ছা। তোমাদের কি? ছোট রাণীর ছোট ছেলেকে কোথায় যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছ। তিনি কত কাঁদা কাটি ক'চ্ছেন। তাতে আবার ছোট ছেলে। মা বাপে সকলের চে'য়ে ছোট ছেলেকেই ভাল বাসে। (লক্ষ্মণের প্রতি) লক্ষ্মণঠাকুর! মা তোমাকে ডাক্‌ছেন। (গমনোদ্যত)

রাম। (হাস্যমুখে) ওগো! সে যে এসেছে। এখনি এখান থে'কে মার কাছে গেল।

ইচ্ছা। (ফিরিয়া) তুমি আমার সাতে ঠাট্টা কর নাকি? আমিতো এখনি ছোটরাণীর কাছ্ থেকে এলেম্।

রাম। নাগো! (পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) সে এই পথ দিয়ে গিয়েছে।

ইচ্ছা। আচ্ছা। যাই দেখি। (লক্ষ্মণের প্রতি) বাপু! তুমিও এসো। (প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। প্রভো! তবে চল্লেম।

রাম। এসোগে।

[প্রণামানন্তর লক্ষ্মণের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

সমাপ্তমিদং "লবণ দৈত্যবধং" নাম নাটকং।